



সমাজ সংবাদ

Volume 32, Issue 3
July 2007

বাংলা নববর্ষ-১৪১৪ সাল	1
এবারের বঙ্গ সম্মেলন	4
শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে দ্বিতীয় প্রজন্ম	5
<i>A Tale of Two Thakurs</i>	6
বি এ জি সি'র বনভোজন	7
<i>KaalSuddhi</i>	7
<i>Obituary</i>	8
ছোটদের বাংলা ক্যাম্প	9
Community News	9
Different Strokes	10
Bengali Curator....	10

President's Message

Dear Friends,

Summer in Chicago with its 'Hot and Cold' days has heralded a packed season for BAGC. We had our annual picnic at Twin Lakes this year, a change in scene from our classic Bussee Woods. Despite a hot day several members attended and enjoyed the adda, cricket, soccer, 'fun games', boating, food and drinks. In a novel experiment BAGC started its first Bengali Language / Cultural Camp for children, with active support from members and our Community Service Committee, where almost 30 children are attending. Coming up are Children's Day (with a difference) on 21st July, Indian Independence Day parade, and an overnight camp at Indiana Dunes. A large contingent from

BAGC went to the NABC at Detroit recently. The Banga Bhavan Exploratory Committee is making strides with its 'pledge drive' and doing further research on properties suitable for BAGC's long term home. The BAGC Library has been revived with the help of active volunteers. Do become a member and enjoy reading from a cache of over 250 books and 5 movies located at three centers across the city. Distributions are on second Sundays of every month.

In the midst of all this tragedy struck us again, when one of our old-time and dearly loved and respected member, Amar-da left us in an untimely departure. Amar Jha was a true gentleman, generous host, gourmet cook, quiet spoken, ever-



helpful, and caring 'family man', whom BAGC will miss. But he will remain 'Amar' in our hearts always.

We are also trying earnestly this year to host Durga Puja on actual Puja days; 19th to 21st October (Ashtami, Nabami, Dashami). An unforgettable cultural program is also planned.

Keep up your strong participation; give us your constructive feedback. to do things better.

- Shubham Sanyal

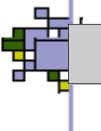
বাংলা নববর্ষ-১৪১৪ সাল



নিজের হাতে তৈরী করেছিলেন সৌরভ ঘোষ, সহযোগী ছিলেন অমিতাভ দেব, শংকর সরকার ও অমিত চক্রবর্তী। এমন রসনার তৃপ্তি উদ্দেক্কারী বাঙালী খাবার শিকাগোতে বহুদিন খাওয়া হয়নি।

শোগান ছিল, 'যে যত পার খাও'। ফুড কমিটি এ দিন সবার কাছে ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে। আগামী বছর যাঁরাই ফুড কমিটিতে থাকুন, তাঁদের কাছে আমরা আশা করবো, 'বাংলা দেশের সর্বে ইলিশা'।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হল এই দিনের প্রথম আলোচনার বিষয়-বি এ জি সি'র নিজস্ব বঙ্গভবন প্রতিষ্ঠা নিয়ে আলোচনা। এতে প্রায় সব সদস্যরাই অংশ গ্রহণ করেন। গত অনেক বছর ধরেই বি এ জি সি'র একটা স্থায়ী বাসস্থানের বাপারে আলোচনা চলে আসছে। এ ব্যাপারে কিছুটা অর্থের সংস্থান হয়েছিল। ইদানীং এক সহদেব সদস্যের কাছ থেকে কিছু আর্থিক সাহায্য পাবার পর সমস্ত বিষয়টার আবার পর্যালোচনা আরম্ভ হল। এ ব্যাপারে powerpoint এর সাহায্যে সবকিছু সুন্দর ভাবে উপস্থিতি করলেন অনিন্দ্য রায় ও সন্দীপ চৌধুরী। আলোচনার মূল বিষয় বস্তু ছিল যে বি এ জি সি'র বঙ্গভবনের একটা শুভ সূচনা হিসেবে প্রাথমিক ভাবে প্রায় চার লক্ষ ডলারে একটা বড় পুরোনো (*continued on page 8*)

**Monika Ronti Ghosh**

Financial Consultant

5 Revere Drive, Suite 400
Northbrook, IL 60062

Tel. (847) 498-7114

Fax (847) 272-8925

monika.ghosh@axa-advisors.com

- Insurance
- Wealth Preservation & Accumulation
- Financial Planning
- Retirement Planning
- Investments



Be Life Confident

www.AXAonline.com

Securities and investment advisory services offered through AXA Advisors, LLC (NY, NY 212-314-4600), member NASD, SIPC. Annuity and insurance products offered through AXA Network, LLC and its subsidiaries.

GE-30471(a) (11/04)

BAGC 2007 EXECUTIVE COMMITTEE

President
Shubham Sanyal / 847-359-4930

Vice President
Arup Biswas / 847-392-7480

Secretary
Alok Bhattacharya / 630-566-7798

Treasurer
S. Sriram / 630-355-0719

Cultural
Jasendu Chakraborty / 630-460-5537
Bitosh Sinha / 630-460-4995

Food
Pratik Chakraborty / 630-499-7588

Puja
Madhumita Banerjee / 630-654-1219
Shreerupa Dey / 847-571-2867

Newsletter
Devipriya Roy / 708-799-4772
Shaibal Talukder / 847-438-2923

Facilities
Basudeb Dey / 847-375-0516

Sports
Ranit Dhorchowdhury / 847-715-9108

Youth
Piyali Gangopadhyay / 630-690-6344

Website, Database & E-Mail
Rana Basu / 847-843-7238

Advertising & Sponsorships
Devshankar Hazra / 773-578-3800

Community Service
Mekhla Banerjee / 847-640-8092
Nirmalya Ghosh / 847-677-9884

Seminars
Asim Gangopadhyaya / 630-515-1390

Community Relations & Promotion
Indrani Mondal / 847-963-1704

**Editors' desk**

Unlike other summer when we talked about upcoming vacation, NABC Banga Sammelan, BAGC events, etc. the hot topics this summer was Cicadas. Cicadas were come and gone. Fortunately like all of you, I have survived the Cicada invasion as well. We have to wait another seventeen years for another Cicada uprising. If we are lucky may be we will experience a few more in years to come.

Meanwhile Summer is here with all its vengeance and scorching heat. Good news is we had all our fun when summer was sweet and breezy, summer was lush green and clear blue sky. We already celebrated "Pahela Baishakh" and BAGC Annual Picnic with lots of fun fare. This year both of these programs were very successful from member participations perspective. Hopefully you liked the quality of both the events and arrangements. We will get a peep into public opinion in our column writers take on these two events.

This year the NABC annual event, Banga Sammelan was organized by our neighboring state Michigan. There was a big participation from Chicago Bengali community in Detroit NABC 2007 BANGA SAMMELAN. It seems like every one had a good time. In this issue, we get a perspective of this years NABC from Manisha Bose's experience which she summarizes in her article.



এই সোমিন বর্ষ বরণ করলাম আমরা পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠানে-তারপরই ছুটির মেজাজ নিয়ে এসে পড়েছে গ্রীষ্মকাল। কয়েকমাস আগের হিমেল হাওয়া, বরফের বাড় আজ বিগত স্মৃতি-উষ্ণ প্রকৃতির আহানে এখন সবাই ঘরছাড়া। ইস্কুল কলেজের ছুটিই শুধু নয়, আমাদের মনও পেয়েছে ছুটি- আবহাওয়া তপ্ত হলেও আমরা এ সময় চারদেওয়ালের পেছনে সোয়াস্টি খুঁজিনা-বরং মেতে উঠি বনভোজনে, কখনও ঘুরে বেড়াই নদী বা হুদের বেলায়, কখনও বেরিয়ে পড়ি কাছে বা দূরের দেশভ্রমণে। অনুকূল আবহাওয়ার সুযোগে আয়োজন করা হয় উন্নত আমেরিকা বঙ্গ সম্মেলন বা বঙ্গমেলার মত মিলন অনুষ্ঠানের -হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে সেই সব অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে এসে মিলছি আমরা বাঙালীরা সাহিত, সংস্কৃতি আর আনন্দের আদান প্রদানে --স্থানে দেখা হচ্ছে, কুশল বিনিময় হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া বন্ধুর, আর আতাজনের সাথে।

ওদিকে তোড়জোড় পড়ে গেছে কিশোর কিশোরীর দলে-স্কুল ছাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আডিনায় নতুন জীবন শুরু করবে তারা-তাদের কৃতিত্বে সকলে জানাচ্ছে আনন্দ অভিনন্দন। আরও কত আনন্দসংবাদ ভেসে আসছে গ্রীষ্মের ঈষদুষ্ণ হাওয়ায়-গাঁটছড়া বাঁধবে আমাদের তরুণী মেয়েটি, বাগদান হল তার। আমাদের সমাজের কোন কোন সদস্য নিজেদের ক্ষেত্রে পারদর্শিতার স্বীকৃতি পেলেন। আবার আনন্দের মাঝেই হঠাতে বেজে উঠেছে করণ সুর-মহাকাল ছিনয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের প্রিয়জনকে একেবারে আচমকা-বেদনার অভিধাতে স্তর হয়ে যাচ্ছি সকলো।---নিজেদের এইসব সুখ আর দুঃখকথা নিয়ে এবারের সমাজসংবাদ আপনার কাছে এনে দিলাম।

শিকাগোয় অংকুরের পয়লা বৈশাখ**-অঞ্জন রায়**

শিকাগোর অংকুর-এর পয়লা বৈশাখ পালিত হয় ওক বুক লাইব্রেরীর হল-এ, গত ৫ই মে। সংস্থার সভাপতি ডাঃ বিশ্বময় রায়-এর স্বাগত ভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠানের শুরু হয়। এরপর মুনা ইসলাম-এর পরিচালনায় উদ্বেধনী সঙ্গীত 'এসো হে বৈশাখ' গেয়ে শোনান মণিকা মুখোপাধ্যায়, মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জনা রায়, আতিকুর রহমান, প্রেমদাস রায় এবং মুনা ইসলাম। গানের পর অংকুরের বাংসরিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়। পত্রিকাটি স্থানীয় লেখকদের লেখা একটি প্রবন্ধ সংকলন। পরের অনুষ্ঠানটি ছিল একটি আলোচনা: 'পয়লা বৈশাখ: এপার বাংলায় ও ওপার বাংলায়'। এই পর্যায়ে বাংলাদেশে কি করে পয়লা বৈশাখ পালিত হয় সে প্রসঙ্গে বলেন আলী আহমেদ। আর পঞ্চিম বঙ্গে কি করে নববর্ষ পালিত হয় তা বলেন ডাঃ বাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়। আলোচনাটি খুবই মনোগ্রাহী হয়। আলোচনার পর গান গেয়ে শোনান মুনা ইসলাম, সঙ্গে আবৃত্তি করেন তাঁর স্বামী অপূর্ব ইসলাম। মুনার উদাত্ত কঠে গাওয়া রবিন্দ্রসঙ্গীতগুলি শ্রোতাদের প্রশংসা অর্জন করে। এরপর তারী সুন্দর সেতার বাজিয়ে শোনান শিকাগোর বাঁধীয়ান বাঙালী মনো মজুমদার, সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন শিরীষ শাহ। পয়লা বৈশাখ নিয়ে লেখা স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনান ইন্দ্ৰীয়া মন্দি। সেতারের পর স্বত্বাব সুলভ দরদী গলায় গান শোনান শিকাগোর নামী শিল্পী ডাঃ দীপালি বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কঠে 'ঝাঁশ বাগানের মাথার ওপর চাঁদ উঠেছে ওই' গানটি শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যায়। সব শেষে মঞ্জে আসেন কুশল বসু। অনেকদিন পর তাঁকে পেয়ে শ্রোতারা তাঁর কাছে পুরানো দিনের আধুনিক বাংলা গান শুনতে চান। তিনি তাঁদের হতাশ করেননা। ধন্যবাদ জনান শ্রীমতী অঞ্জনা রায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন এম-সি মনীষা চৌধুরী। এই অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন ভাস্তু রায়, শাস্ত্রনু দে, প্রেমদাস রায়, আতিকুর রহমান, নাজনিন রহমান, সাবিনা আহমেদ, সুদীপ্ত চৌধুরী এবং আরো অনেকে।

এবারের বঙ্গ সম্মেলন

মনীষা বসু

সাতাশতম ‘উত্তর আমেরিকা বঙ্গ সম্মেলন’ থেকে সদ্য ফিরে এসেছি। আসার সাথে সাথেই আমাদের প্রেসিডেন্ট শুভমের ফোন বঙ্গ সম্মেলন নিয়ে কিছু লেখার জন্য। আর লিখে পাঠাতে হবে ঠিক দুদিনের মধ্যে। জানিনা এত তাড়াতড়ো করে কতটা কি লিখে উচ্চতে পারব।

এবারের বঙ্গ সম্মেলন হয়েছে ডেট্রয়েট শহরে। গত একবছর ধরে বঙ্গ সম্মেলনে যাব কি যাবনা ভেবে ভেবে শেষ পর্যন্ত চলেই গেলাম। যাবার আগে বেশ একটু ভয়ে ভয়ে ছিলাম। কারণ বরাবর শুনে এসেছি ডেট্রয়েট ক্রাইম সিটি, ডেড সিটি। আবার কোবো কনভেনশন হল, যেখানে সম্মেলন হয়েছে সেটা হোটেল থেকে কিছুটা দূরে। ‘পিপল মুভার’ বা ‘শাটেল’ যেতে হবে - জানিনা যাওয়া আসা বিশেষ করে রাতে কতটা সেফ হবে। যাই হোক সম্মেলনের শেষে বাড়ি ফিরে এসে মনে হচ্ছে ভাগিস দিয়েছিলাম। তিন তিনটে দিন কি সুন্দর কাটিয়ে এলাম। শুক্রবার দুপুরে ডেট্রয়েট এয়ারপোর্টে হতে হোটেলে যাওয়ার সময় রাস্তার দ'পুশের অবস্থা দেখে মন দমে গিয়েছিল, ফুল তো দুরের কথা গাছপালা ও প্রায় নেই। তবে ডেট্রয়েট নদীর পাশে মেরিয়ট হোটেলে পৌছে খুব ভালো লেগেছিল। তখনও বেশী লোক আসেননি। কর্মকর্তাদের একজন ওখানে ছিলেন কেখায় কি করতে হবে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। রামে মালপত্র রেখে ‘পিপল মুভার’ করে আমরা কোবো সেন্টার গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করে নিলাম। কোবো এরিনাতে ‘আনন্দবাজার প্রাঙ্গণে’ তখন চলেছে বিভিন্ন স্টেল সাজানো গোছানোর পালা। সেখানে আছে বাংলা বই, বাঙালি খাওয়া, শাড়ি - গয়না, মিষ্টি সহ বঙ্গ জীবনের নানা সস্তা।

শুক্রবার সন্ধ্যা পাঁচটা থেকে উদ্বোধনী পর্বের সূচনা নাচগানের সাজানো এক বর্ণময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। বিক্রম যোষ পরিকল্পিত এই অনুষ্ঠানের নাম ‘আজ’। এখানে বলে রাখি আমি প্রতিটি অনুষ্ঠান কখনই দেখিনা, এবারও দেখিনি। তাই আমার দেখা অনুষ্ঠানগুলির কথাই শুধু লিখব। প্রথম থেকে শেষদিন অবধি একটা কথা অনেকবার কানে এসেছে - ‘এবার অনুষ্ঠান খুব কম’। আমার কিন্তু এই অল্প অনুষ্ঠান ভালোই লেগেছে। আহেতুক টেনশনে ভুগতে হয়নি। ধীরে সুস্থে

পছন্দমতো অনুষ্ঠান দেখেছি। আমার দেখা প্রথম অনুষ্ঠান উত্তীর্ণ আমজাদ আলি খান আর তাঁর দুই কৃতী পুত্র আমান আলি খান ও আয়ান আলি খানের সরোদবাদন। প্রথম এক ঘন্টা আমান আর আয়ান বাগেশ্বী রাগ দিয়ে শুরু করে আসার জমিয়ে দিয়েছিল। পরের এক ঘন্টা আমজাদ আলি খান খাস্বাজ দিয়ে শুরু আর ‘যদি তোর ডাক শুনে’, ‘আমি তারে খুঁজে বেড়াই’ প্রভৃতি রবিন্দ্র সঙ্গীতের কম্পেজিশান দিয়ে সুরের জাল বুনে আসার শেষ করেন। আমজাদ আলির ভাষায় ‘আমি তারে খুঁজে বেড়াই’ ওনার ফেঙ্গারিট রবিন্দ্র সঙ্গীত।

শনিবারকে বলা যায় বঙ্গসম্মেলনের অঞ্চলী। সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল লোকাল আর দেশ থেকে আসা শিল্পীদের নাচ-গান, নাটক, শুতিনাটক ইত্যাদির অনুষ্ঠান। এর পাশাপাশি ছিল নানা স্বাদের আলোচনা চক্র, যার একটি হল সেই চির পরিচিত বাঙালীর আড়ডা - ‘আড়ডার একাল সেকাল’। এতে যোগ দিয়েছিলেন সুনীল গঙ্গোপধ্যায়, নবনীতা দেবসেন প্রমুখ। তাছাড়া ছিল ‘বাংলা সাহিত্যে নারী-পুরুষ’, ‘কবির শব্দে কবিতা’, ‘সবুজের স্বপ্ন’। শনিবার আমার দেখা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল জগন্নাথ বসু আর উর্মিলা বসুর ছোট দুটি শুতিনাটক। চেনা অচেনা সবার মুখেই শুনেছি এঁদের প্রশংসা। ভালো লেগেছে নস্ট্যালজিয়াতে ভরা মিতা পালের ‘পুরাতনী বাংলা গান’ - এর আসর। অনেক আশা নিয়ে শুনতে যাওয়া সৈকত মিত্রের গান সেরকম ভালো লাগলনা। তবে দোষটা হয়ত আমার নিজেরই, কারণ সৈকত মিত্রের গানে আমার প্রিয় শ্যামল মিত্রকে ঝোঁজা বেঢ়েছয় আমার ঠিক হয়নি। ইচ্ছে ছিল বিক্রম যোষের তবলা আর মনোময় ভট্টাচার্যের গান শোনার। কিন্তু সময়ের অভাবে শোনা হলনা। তবে শুনেছি দুটো অনুষ্ঠানই খুব ভালো হয়েছে। দুর্ভাগ্য বশত দেখা হলনা ডোনা গঙ্গুলীর ওড়িসি। শনিবার দুপুরে নির্ধারিত সময় নাচ দেখিতে গিয়ে শুনলাম অনিবার্য কারণবশতঃ ডোনা গঙ্গুলির নাচ আজকের বদলে রবিবার দুপুর বারোটায় হবে। যথারীতি রবিবার বারোটা দশে আমি আর পূরবী হস্তদণ্ড হয়ে হলে ঢোকার সময় শুনতে পেলাম ডোনার নাচ এইমাত্র শেষ হলো। তবে শনিবারের শেষ

এবং প্রধান আকর্ষণ শ্ৰেয়া যোষালের গান প্রথম হতে শেষ মুঢ় হয়ে শুনেছি। শ্ৰেয়ার গানের কথা নতুন করে লেখার কিছু নেই। গানে শ্ৰেয়ার মুসিয়ানা আপনাদের অজনা নেই। তবে প্রশ্ন ওঠে বঙ্গ সম্মেলনে যিয়ে হিন্দি গানের অনুরোধ আসে কেন? বাঙালী যোঁর শুধু বাংলা গান আমরা বাঙালীরা একদিনও কি শুনতে পারিনা? লজ্জা লাগে শুনতে যখন শ্ৰেয়া বলে - হিন্দি গান তো সবসময় কৰি। আজ আমি বাংলা গানের সুযোগ পেয়েছি বাংলা গান করতে ইচ্ছে কৰছে। গানের ফাঁকে ফাঁকে শ্ৰেয়া ইংৱার্জী মেশানে বাংলা শুনতে খুব মজা লেগেছে। একটা উদাহৰণ দিচ্ছি। ‘ও তোতা পাখী’ গাইবার আগে শ্ৰেয়া বলল - ‘এবারের গানটা খুব মিষ্টি কিন্তু ভোরী দৃঢ়ী গান’।

রবিবার সকাল থেকেই দশমীর বাজনা - ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ ঠাকুর যাবে বিসর্জন। থেকে থেকেই মন বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছিল। স্টেল স্টেলে সেল চলছে। বিক্রেতারা চাচ্ছেন যতটা পারেন বিক্রী করতে। ক্রেতারাও খুশী। শুক্রবার যে শাড়ির দাম ছিল দুশো ডলার রবিবার তা একশ ডলার। আমার দেখা রবিবারের অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল শ্বাবনী সেনের রবিন্দ্র সঙ্গীত সাথে ব্রতী বন্দোপাধ্যায়ের পাঠ, রেজোয়ানা বন্যা চৌধুরীর রবিন্দ্র সঙ্গীত। টলিউডের শিল্পীদের নাটক ‘ক্রেডিট কার্ড’ শুরুতে ভালো লাগলেও পরের দিকে মনে হয়েছে একঘেয়ে। আর একটু ছোট হলে বোঢ়হয় জমত আরও ভালো। অবশ্য অনেকের ভালোই লেগেছে নাটকটা। তবে রুদ্রপ্রসাদের নাটক ‘নানা রং এর দিনগুলি’ তুলনা নেই। প্রায় এক ঘন্টা একা (অবশ্য মচে আরও একজন ছিলেন) অভিনয়ে সমস্ত দর্শকদের মনোযোগ ধরে রাখা সহজ নয়। ৭৩ বৎসর বয়সে ওনার স্মৃতিশক্তি আর শরীরের দৃঢ়তা প্রশংসনীয়। নাটকের শেষে ওনাকে অভিনন্দন জানালেন ডেট্রয়েট বঙ্গ সম্মেলন। রুদ্রপ্রসাদকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানালে ওনার মডেস্ট দেখে মুঢ় হলাম। দেশ থেকে আসা অভিধীনের ঠিক মতো আদর আপ্যায়ন হয়নি নিয়ে অভিযোগ মাঝে মাঝেই কানে এসেছে। উনি বললেন ‘এত বড় একটা কাজে কিছু

(continued on page 5)

‘সমাজবাদীতে শিকাগো শহরের কতটা বৈশিষ্ট্য আছে তা জানিনা, তবে শিকাগোতে অনুষ্ঠান করে খুবই আনন্দ পেলাম, বৌদ্ধি’, বললেন শুভেন চ্যাটার্জী, একমুখ হাসি নিয়ে মাথা হেলালেন সন্দীপন। উক্তি শুনে মনটা ভরে গেল।

প্রতিবারের মত এবারেও বঙ্গসংস্কৃতি দিবসের দিন বি এ জি সি কমিটি ষোলোআনা বাঙালীয়ানার মধ্যে সুরক্ষি আর বৈচিত্র ও বৈভাবের দিকে নজর দিয়েছিল। সারাদিনের লাগাতার অনুষ্ঠান ও বাঙালীর প্রাণপন্থ জিনিস দক্ষিণ হস্তের কাজ (খাওয়া দাওয়া) ইত্যাদি সব শেষ হল এক মনোজ্ঞ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান দিয়ে। গানে ছিলেন সন্দীপন

সমাজপতি, তবলায় শুভেন চ্যাটার্জী, হারমোনিয়ামে সনাতন গোষ্ঠী-যেন ত্রিমূর্তি। সবচেয়ে ভাল লেগেছে দ্বিতীয় প্রজন্মকে দিয়ে অনুষ্ঠানটা করিয়ে তাদের লাইমলাইটে আনার সুযোগ করে দেওয়াতে। পুরানো নামী দামীদের দিয়ে চিরাচরিত প্রথায় অনুষ্ঠান না করে মাঝেমাঝে সন্তানবানায় দ্বিতীয় প্রজন্মদের সুযোগ দেওয়াকে আমি সাধুবাদ দিই। সন্দীপন ও শুভেন শাস্ত্রীয়সঙ্গীত জগতের দ্বিতীয় প্রজন্মে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করা ব্যক্তিত্ব।

হাদয়ের সংবেদনশীল অনুভূতি সুবৰ্তাল এবং লয়ের ছন্দোবন্ধ প্রকাশই হল সঙ্গীত। বাঙলা গানে চিরকালই কথা ও সুরের বিশিষ্ট গঠন আছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত- রাগপ্রধান থেকে শুরু করে লোকগীতিও ঈশ্বরের সঙ্গে যে ঘরোয়া সম্পর্ক যুক্ত হয় বিশ্বসঙ্গীতে তার কোন তুলনা নেই। এই সন্ধ্যার গান তারই এক মনোজ্ঞ পরিচয়।

স্বত্বাবলাজুক, ক্ষীণদেহ নবীন

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে দ্বিতীয় প্রজন্ম - পয়লা বৈশাখের গানের আসর

ব্যক্তিত্বের স্বরে পরিশীলিত গমগমে সাবলীল উচ্চারণ এবং আবেগমন্থিত সুরে যখন রাগ কেদারায় তারানা শুরু করলেন, সারাদ্ধর নিষ্ঠুর হয়ে গেল। ওর গায়কী ঠং অতি চমৎকার।

স্বপন চৌধুরীর (লখনৌ ঘরানা) সুযোগ্য শিষ্য। এই অল্প বয়সেই ধন্য হয়েছেন ভীমসেন যোশী, ভি জি যোগ, গিরিজা দেবী প্রমুখ উজ্জ্বল জ্যোতিক্ষের সাথে সঙ্গত করে।



ঠঁঠুরী ভজন এবং রাগপ্রধান বাংলা গান অলংকৃত হল শুভেন চ্যাটার্জীর তবলায়। নামে অস্ত্যমিল দুই তরঙ্গের ঘুঁগলবন্দী যেন সোনাতে সোহাগার যোগ হল।

বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় ও সুগায়ক সুকুমার সমাজপতির সুযোগ্য পুত্র সন্দীপন (কিরানা - বিষ্ণুপুর - বেনারস ঘরানা) দু'দশকের ও উপর তালিম নেন স্বনামধন্য গায়ক পন্ডিত মানস চক্রবর্তীর কাছে। মানস চক্রবর্তী ছিলেন প্রয়াত সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তীর পুত্র। এছাড়াও সন্দীপন তাঁর সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারের কাছে অনুপ্রেরণা ও তালিম দুই পেয়েছেন নানরকম ও নানা ধরণের পুরক্ষারে সন্দীপন ভূষিত। এত স্বল্প পরিসরে এত নাম উল্লেখ করা মুক্ষিল। এককথায়, সন্দীপন হলেন কলকাতার প্রথমসারির নামী শিল্পীদের মধ্যে এক বিশেষ সংযোজন।

শুভেন চ্যাটার্জী প্রবাদপ্রতিম তবলাবাদক

এ দের সাথে হারমোনিয়ামে ছিলেন সনাতন গোষ্ঠী। সনাতন শিক্ষানবিশী করেন প্রয়াত পন্ডিত ভি জি যোগ এবং পন্ডিত দীননাথ মিশ্রের কাছে। তিনি পন্ডিত অজয় চক্রবর্তী, গিরিজা দেবী এবং পন্ডিত রাজন এবং সাজন মিশ্রের সাথে বাজিয়ে থাকেন।

এই সন্ধ্যায় একটা অন্তুত জিনিস আমার নজর কাঢ়লো যা উল্লেখ না করে পারছিনা। স্টো হলো বেশ কিছু দ্বিতীয় প্রজন্মের শ্রেতাকে আমি তন্ময় হয়ে এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনতে দেখলাম, বিশেষ করে ঠঁঠুরির সময় মাথা দোলাতেও দেখলাম। মা বাবার চাপে পড়ে বসেছিল কিনা জানিনা, তবে তেতো গেলা মুখভঙ্গী ছিলনা। নিবিষ্টতা দেখেছি ওদের মুখেচোখে। আবার তেমনি সেই সময়টাতেই আমাদের প্রথম প্রজন্মের বহুলোককে প্যাসেজে -বড় হলে বাঙালীদের চিরাচরিত আড়া ও চায়ের কাপে বড় তুলতেও দেখলাম। এ যেন একটা বৈশেষিকী মেলা প্রাপ্ত।

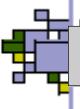
সার্থক সঙ্গতের সাথে সার্থক গানের অনুষ্ঠান শেষে তৃপ্ত মনে যখন বাড়ি ফিরছিলাম, তখন কেন জানিনা- বোধকরি অকারণেই - সত্যজিত রায়ের গুণী গাইন বাঘা বাইন নাম দুটি আমার মনে বারবার ঘোরাফেরা করছিল। - পূরবী মজুমদার

বঙ্গসম্মেলন(continued from page 4)
ত্রুটি-বিচুতি তো হবেই। আর এই সম্মেলন সব বাঙালীর। ওরা আর আমরা তো আলাদা নই। সুবিধা অসুবিধা সবারই একটু মানিয়ে নিতে হবে।’ রূদ্রপ্রসাদের নাটকের আগে নবনীতা দেবসনের কৌতুক রসে ভরা পাঠ শুনে শ্রেতারা হাসিতে ভেঙ্গে পড়েন। গতবার হিউস্টনে আমার শোনা প্রথম বাংলা ব্যাস ‘ভূমি’-র গান শুনে অবিভূত হয়েছিলাম। তাই এবার অনেক আশা নিয়ে ‘চন্দ্রবিন্দু’ শুনতে গিয়ে কিন্তু বেশ আশাহত হয়েছি। তবে ওই হলের সাউন্ড সিস্টেম ভালো ছিলনা

। গানের কথা বোৰা যাচ্ছিল না - আর ‘চন্দ্রবিন্দু’-র গানের কথাই তো আসল। হ্যাত কথা বুঝতে পাবলে গান ভালো লাগত। শেষ ভালো যার সব ভালো তার - তাই না ? ডেট্রয়েটের বঙ্গ সম্মেলনের শেষ অনুষ্ঠান ছিল বাবুল সুপ্রিয়-র গান। বাবুল সুপ্রিয় গান-নাচ আর মজার মজার কথা দিয়ে শ্রেতাদের প্রায় তিন ঘন্টা (সময়টা একটু এদিক ওদিক হতে পারে) জমিয়ে রেখেছিল। একজনের মন্তব্য শুনলাম - ‘এই একটা অনুষ্ঠানেই এখানে আসার পয়সা উঠে গেছে’। তবে দৃঢ়ের বিষয় অনেকেই রবিবার সন্ধ্যায় বাবুল

সুপ্রিয় গান শোনার জন্য অপেক্ষা করতে পারেননি। পরের দিন কাজ তাই সকাল থেকেই ফিরে যাওয়ার পালা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

প্রতিবার তিনি দিনের বঙ্গ সম্মেলন বাস্তব জীবনের কর্মব্যৱস্থার ভূলিয়ে নিয়ে যায় ফেলে আসা আমাদের সেই বাংলায়। বাঙালী খাবার, বাঙালী পোশাক, বাংলা বই, বাংলা গান আর এত এত বাঙালী সব মিলে বাস্তব আর কল্পনার জগতে যেন ভেসে ছিলাম এই তিনি দিন।



A Tale of Two Thakurs

Robert D. Evans

The story begins in the district of Bankura near the town of Bishnupur in the late 16th century. The Vaishnava saints Srinivasa, Narottama, and Syamananda were on a mission that would determine the direction of the religious movement started by Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu (1486-1533). In its early years, this movement had three centers: Vrindavan, Navadvipa, and Puri. Due to difficult travel conditions and the absence of dependable communication, each area began to develop independently. Ma-



hprabhu himself had deputed a group of scholars known as the six gosvamis to go to Vrindavan in order to: (1) recover the sites of Krishna's lillas which had become covered over by jungle growth and lost; and (2) to compose works that would place the movement on a sound philosophical and literary base. By the end of the 16th century, a large corpus of literature had been written in Vrindavan by the first generation of Vaishnavas and their disciples. The time had come to harmonize the development of the movement by sending this literature back to Bengal and disseminating it widely. Taking this precious literature to Bengal was the mission that had been given to Srinivasa, Narottama, and Syamananda. They had departed from Vrindavan with 121 manuscripts carefully packed in several chests. Many of these texts were unique copies written in the hand writing of the Gosvamis themselves.

The journey had gone without incident until they drew near the town of Gopalpur which was close to Bishnupur, the capital of the Malla kings. Mistaking the manuscript boxes for chests of treasure, soldiers of the king Bir Hambir (regency 1587-1620) seized this shipment of literature. Devastated by this irreplaceable loss, Narottama and Syamananda continued their journey to their homes. Srinivasa remained behind, determined to locate and reclaim the lost manuscripts.

Srinivasa traced the theft to the court of Bir Hambir. Infiltrating a reading of the Bhagavata Purana by the court pundit, Srinivasa impressed the king with his exposition of the text. Eventually, the king and the royal family became followers of Sri Krishna Chaitanya. For the next two hundred years, all the kings of Bishnupur were staunch Vaishnavas, who expressed their devotion by building many jewel-like temples decorated with terracotta art made from the red clay of the Bankura

District. During the reign of the first Raghunath Singh (regency 1627-1656), the Madonmohan temple was built. This temple and its Thakur became one of the main temples of Bishnupur. Madanmohan Thakur was very responsive to the prayers and praise of his devotees.

During the reign of Gopal Singh (regency 1713-1752), Bengal was invaded by a large army of Maratha horsemen. Allegedly, the tax due to the Mogul rulers in Delhi had not been paid for several years by the Nabob of Bengal. The Maratha army was given permission to invade Bengal and collect the unpaid tax by robbing and looting whatever they wanted. The army, led by Bhaskar Pundit, committed unspeakable acts of violence against Bengali villagers. Hearing of the wealth of the Bishnupur kings, Bhaskar Pundit led his army to the edge of Bishnupur. When Gopal Singh was informed of the impending attack, he ordered his army to stand down and take the name of Hari, along with everyone else in his kingdom. The walls of the fort and the heavy artillery were left unmanned as soldiers and commoners alike engaged in Harinam kirtan.

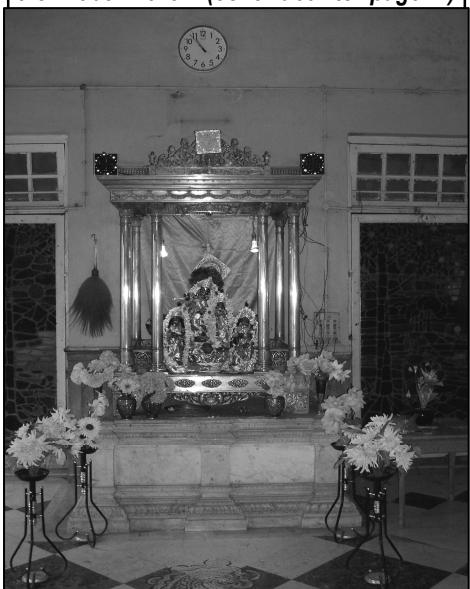
Emboldened by the lack of activity on the walls of the city, Bhaskar Pundit and his army made their move under the cover of darkness. As the army approached the city gate, suddenly, one of large cannon fired with a roar. Fearful that they had walked into a trap, the army retreated and departed from Bishnupur. The town was saved, but the king was upset. Who had disobeyed his order and fired the cannon? One of the gunners said that he had caught the scent of Krishna's body just before the cannon was fired. Gopal Singh went to the temple of Madanmohan and opened the door. Inside, the king saw that sweat was dripping from the body of Thakur. His hands were covered with gun powder, and his feet were dusty

from the field. The king was overjoyed to see that Madanmohan himself had saved the town of Bishnupur. To this day, Madanmohan is often dressed in a blue military uniform to commemorate the time he saved Bishnupur from the Maratha invaders.

When Chaitanya Singh was king (regency 1752-1802), the fortunes of the Malla dynasty were in decline. Although Bishnupur had escaped the Maratha raiders, the surrounding countryside had not. A severe famine had decimated the villages of the kingdom. Chaitanya Singh was indifferent to his responsibilities as king. He delegated responsibilities and did not look into the affairs of state himself. Financial misappropriation was the rule of the day. Chaitanya Singh engaged in a long legal battle which nearly bankrupted the kingdom. In contrast with the kingdom of the Mallas and other traditional kingships in Bengali, the fortunes of the merchant classes in Kolkata were on the rise. In order to replenish the treasury, Chaitanya Singh sold Madanmohan, the savior of Bishnupur, to Gokul Mitra of Bagbazar. For one lakh 76 thousand rupees, Madanmohan left Bishnupur and took up residence in Kolkata. Like many of his devotees, Madanmohan left his native village and went to the big city of Kolkata.

Or did he? In 1977 when I first visited Bishnupur, the priest and the devotees at the Madanmohan temple insisted that their king would not have parted with Madanmohan under any circumstances. Instead, Chaitanya Singh had a duplicate copy made of Thakur

and sold that to Gokul Mitra. When I visited the Madonmohan (*continued to page 7*)



বি এ জি সি'র বনভোজন

বি এ জি সির বনভোজন হল গত ১৫ই জুন, টুইন লেক, প্যানেটাইনে। জায়গাটাৰ নামটা শুনেই ভাৰি ভালো লাগল, সব কিছুই তাহলে টুইন, মানে ডবল -- খাবাৰ, খেলা, গল্প, গান, মজা ? গিয়ে দেখলাম যা ভেবেছি ঠিক তাই। গৱৰমকানেৰ হাওয়ায় রঙিন পোষাক পৰিহিত বাঙালীৱা সৱৰ আনন্দ উপভোগে সৱগৱৰম। বড় একটা ঢাকা সেড-এ খাবাৰ ব্যবস্থা। সেখানে যেতেই চলে এলো ঝালমুড়ি, সিঙাড়া, গৱৰম, গৱৰম বেগুনি। দেশে আমদেৱ রাস্তাৱ মোড়ে একটা চাৰিশ ঘন্টা খোলা তেলে ভাজাৱ দোকান ছিল, কিন্তু খাবাৰ বন্ধ ধাৰণা ছিল এই খোলা তেলে ভাজা অস্মৃতিৰ, তাই বেগুনি ফুলুৱিৱ যে মজাটা তখন পাইন তা সুন্দৰ আসলে তুলে নিলাম। লেকেৰ ধাৰে ধাৰে বেঞ্চ, মহিলাৰা সেখানে বন্ধু পাতিয়ে জায়গা কৰে নিলেন, যাৱা একটু পৱে এলেন তাৱা সোঁসাহে ঘাসেৰ ওপৰ মাদুৱ ওৱফে ঝ্লাঁকেট বিছিয়ে জমিয়ে আড়া শুৰু কৰলেন। আবাৰ কেউ কেউ লেকেৰ ধাৰে ধাৰে গল্পগুজব কৰতে পা বাঢ়ানে। ওদিকে নানা বয়সেৰ কচি মনেৱ যুবকৰা ডবল উইকেট-এ ক্ৰিকেট খেলতে



কাছেৰ মাঠে ছুট লাগল। এই ডবল-উইকেট ক্ৰিকেট এই বছৰ প্ৰথম আয়োজিত হয় পিকনিকে 'ক্ৰীড়া' কমিটিৰ উদ্যোগে।

চড়ুইভাতিৰ প্ৰধান আৰ্কণ বাইৱে রান্না এবং খাওয়া। কিছুক্ষণ পৱেই খোলা গ্ৰীলে ভাজা মুৱগিৰ ম-ম গৰ্বে গৱৰম হাওয়া তেতে উঠল এবং মুৱগিৰ স্যান্ডুইচ, ঘুগনি, গুলাবজামুন

খেতে সকলে সেড-এৰ কাছে হাজিৰ হলেন। জমজমাট পৱিবেশে দিশি বাঁলা গানে মনটা হুহু কৰল আৱ ঠিক তখনই এক বই-পাগল কাছেই গাছেৰ ছায়ায় ঘাসেৰ ওপৰ বিছিয়ে দিলেন নানা ধৰণেৰ ফ্ৰি বই-এৰ বইমেলা। মহিলাৰা দৌড়লেন মিউজিকাল চেয়াৰে 'কুসী' আগলাতে। ওদিকে ফুটবল-প্ৰেমী বঙ্গ-সংস্কৰণৱা ক্লাৰে জাৰি পৱে নমে গেলেন মাঠে 'ই স্ট-বেঙ্গল' আৱ 'মোহনবাগানেৰ' পাৰম্পাৰিক যুদ্ধে। প্ৰচড় প্ৰতিয়ো-গিতাৰ পৱ অবশেষে জয়ী হলেন 'ইষ্ট-বেঙ্গল' ২-১ গোলে। অনেকে প্যাডলবোটে লেক বিহাৰে গেলেন। আলোয়, হাওয়ায়, খাওয়া-দাওয়ায়, ঘামৰাৱা গৱৰমে, পিকনিকেৰ গোটা প্যাকেজটাই মাকিনি পৱিবেশে বাঙালী নস্ট্যালজিয়ায় ভৱা ছিল। টুইন লেক দুই পৃথিবী এক কৱল।
-বাসন্তী ব্যানাজী ও ইন্দ্ৰণী মণ্ডল

A Tale of Two Thakurs (continued from page 6).....

Thakurbari in Bagbazar, I told the old priest what I had heard from the people of Bishnupur. He told me that his family had served Madanmohan from the beginning, and had traveled to Kolkata along with Thakur. He insisted that from generations of close service, they knew Thakur quite well, and that the real Madanmohan was in Bagabazar, not Bishnupur. Today Madanmohan resides in large courtroom of white marble that still retains some of the grandeur of olden times. I hope that the old priest was right. I remember reading in one of the Bishnupur guidebooks that during the 1960s, thieves broke into the Madanmohan temple and took Thakur away.

Photography by Nilanjan Evans: (1) Madanmohan Temple, Bishnupur, August 2006; (2) Madanmohan Thakur, Bagbazar, July 2006.

The following books were consulted for this article.

Chandra, Manoranjan. Mallabhum Bishnupur. Kolkata: De's Publishing, 2004.

Dimock, Edward C. Gupta, Pratul Chandra. The Maharashtra Purana. Honolulu: East-West Center Press, 1965.

Saha, Prabhat Kumar. Some Aspects of Malla Rule in Bishnupur (1590-1806 A.D.) Kolkata: Ratnabali, 1995.

KaalSuddhi - A Captivating Play



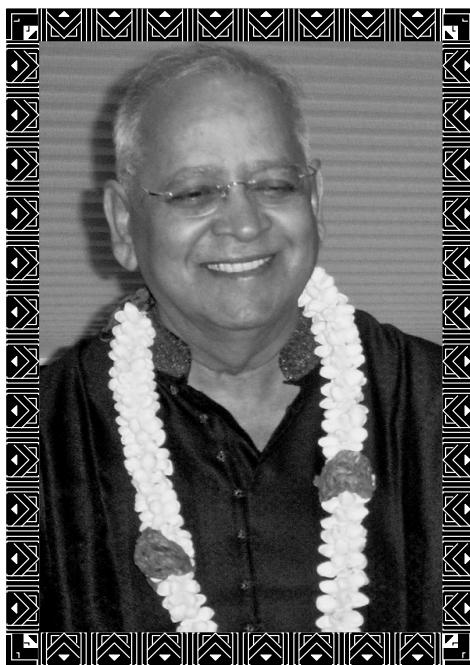
The Naba Barsha cultural program started with the widely acclaimed play KaalSuddhi, written and directed by the famed Sudipta Bhawmik, an accomplished actor, director and playwright from New Jersey. The cast included Keka Sircar, Indranil Mukherjee, Amitava Roy and Pinaki Dutta. This play portrays the internal conflicts of a man (Subimal) who fled his own country and came to America in search of a new life. The powerful acting by each and every one in the cast had the audience glued to their seats and watching breathlessly as we were taken to the tumultuous times of the Naxalite movement and the emotions going through the young col-

lege students at that time. Subimal's past - marred with violence, betrayal, death, guilt, and a failed attempt at a Communist revolution was something he had kept secret from his family until the secret is revealed to his son Somu, a Harvard junior, from a long lost diary. Subimal tried to prevent the inevitable exposure of his past secrets, but his failure to do so ultimately led him to his own redemption (KaalSuddhi).

Sudipta did an excellent job of introducing the character of Bhaskar as a voice from the past in showing the conflicts going thru Subimal's mind. The outstanding acting by each and everyone in the cast is highly commendable. The clash between Subimal's ideologies in his 20's as a Naxalite and as a man settled in U.S. moving into a bigger house was depicted very aptly in this one act play. Overall, this was a superb production.

Bhaswati Laha

Amar Jha Passes On to Immortality !



When a loved one passes away, we are so very often ill-prepared. Our emotions and our thoughts may become confused.

This is exactly what happened when our dear friend and a long time BAGC member, Amar Jha, suddenly left this world on May 29, 2007, leaving his beloved wife Bula and his loving daughter Ashmani.

Mr. Jha was known in his wide circle of friends for his quiet nature and his predilection for fighting large odds. He was an insurance executive with a strong sense of moral integrity. He was a great gourmet cook and delighted to entertain his guests. He was ever helpful to his friends and those that sought his help.

We will miss him for years to come and sincerely hope that his soul finds the ultimate peace. We offer our deep condolences to his family.

-Sridhar Adhya

বাংলা নববর্ষ(continued)

from page 1) বাড়ী Itasca বা Addison এ কিনে তাতে বি এ জি সি'র বা সদস্যদের ব্যক্তিগত ছোটখাট অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হবে, এবং সম্পত্তি কেনার জন্য সদস্যদের কাছ হতে এককালীন কিছু সাহায্য নেওয়া হবে। রক্ষণাবেক্ষনের জন্য বায় বাবদ সদস্যদের বার্থিক টাঁদা সামান্য কিছু বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়া কী পরিমাণ আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে তার একটা সম্পত্তি (pledge) ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক সদস্যের কাছ হতে নেওয়া হবে; এর পরে সম্পত্তির স্থান এবং আর্থিক সংস্থানের পুরো ব্যবস্থা হলে অদুর ভবিষ্যতে আর একটা সাধারণ সভায় এই সম্পত্তি কেনার অনুমোদন করিয়ে নেওয়া হবে। একবার এটা আরম্ভ হলে আশা করা যাচ্ছে ভবিষ্যতে সদস্যদের এবং বিভিন্ন সংস্থার আর্থিক অনুদানে আর ও বড় জায়গার ব্যবস্থা করা যাবে। এই প্রস্তাবের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক সদস্যই তাদের মতামত রাখলেন। এই আলোচনা সভার সুষ্ঠু পরিচালনা করলেন সুরত মুখাজ্জী ও তৎসহ মনোতোষ ব্যানাজ্জী। এই সভার বিশদ আলোচনা বিএজিসি'র website এ ও করা হয়েছে।

বড়দের উপরোক্ত সভা চলাকালীন

ছোটরাও পিছিয়ে ছিল না। ঐ সময়টায় তারা অডিটোরিয়ামে বড় স্ক্রীনে একটা মুভি উপভোগ করছিল। যা হোক, এর পর অডিটোরিয়ামে শুরু হল বড়দের জন্য ‘কালশুন্ধি’ নাটক। পরিবেশন করলেন নিউজার্সির এথনোমিডিয়া গোষ্ঠী। নাটকের পরে শুরু হল ম্যাক্স খাওয়া-ভেলপুরী, গরম সিঙ্গারা, আর চা। সবকিছুই এত লোভনীয় ছিল যে লাক্ষের ভূরিভোজনের পরেও ম্যাক্সের সদ্ব্যবহারে কোনও আলস্য বা আপত্তি দেখা গেলনা কারুরই। ইতিমধ্যে তিনশ'রও বেশী লোকের আগমনে cafeteria গমগম করছে। ছোটবড় সবাই আড়ত বা খেলাধূলায় ব্যস্ত। আড়তাও আমাদের বঙ্গসংস্কৃতির একটা অঙ্গ। অনেক নতুন idea-র জন্ম হয় নাকি আড়তাতে - বিশেষ করে চা কফি ও মুখরোচক ম্যাক্সের সমন্বয়ে। আজকের এই নতুন বছরের বিশেষ উৎসবে কত না নতুনত্বের গোড়া পত্তন হল, তার পরিচয় আদুর ভবিষ্যতে পাব, আশাকরি।

এরপরে আবার ফিরে যাই অডিটোরিয়ামে। অনেক বছর আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া বি এ জি সি-র বাংলা বইয়ের লাইব্রেরীকে নতুন করে উন্মোচন করলেন দেবীপ্রিয়া রায় ও সুরত মুখাজ্জী। যাঁরা বাংলা বই পড়ার ব্যপারে আগ্রহী তাঁরা এতে নিশ্চয় উপকৃত হবেন। আশা করা যাচ্ছে, এখনকার বাঙালী পাঠক সমাজ ও লাইব্রেরীতে বই

donate করে এর শ্রী বৃদ্ধি করবেন।

প্রায় সাড়ে ছাঁচায় শুরু হল আজকের সন্ধ্যার প্রধান অনুষ্ঠান ভারতীয় রাগ সঙ্গীত-গাইলেন শ্রী সন্দীপন সমাজপতি ও সংগতে শ্রী শুভেন চ্যাটাঞ্জী ও শ্রী সনাতন গোষ্ঠী। অনুষ্ঠান শেষে প্রায় নটায় শুরু হল আজকের শেষ ভূরিভোজনের পালা-ডিনার। ছোটদের জন্য ব্যবস্থা ছিল টার্কি হটডগ, চিকেন ফিঙ্গারস ও চকোলেটের। বড়দের মেনুতে লাক্ষের খাবারের মতই বাঙালীয়ানার পরিচয় ছিল, যেমন কিশমিশ দিয়ে পোলাও মাছের মাথা দিয়ে ভাজা মুগের ডাল, ফুলকপির তরকারী, বড়ি আর সর্বোটা দিয়ে ব্রকেলির ঘন্ট, কষা পাঁঠার মাংস আর চিরাচরিত চাটনী, পাঁপড় ও মিষ্ঠি। এই খাবার তৈরী করার সময়েও যে ফুডকমিটির পুরো তদারকী ছিল, তা খাবারের অপূর্ব স্বাদ গন্ধে ও বিভিন্ন পদের সমন্বয় থেকেই বোঝা গেল। Dessert এ ছিল ক্ষীর-তা ও বেশ ভালই হয়েছিল। তাবাছি Dessert এর পরের বার কবিগুরুর recipe অনুযায়ী করলে কেমন হয়-অর্থাৎ ‘আমসন্ত দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে’? আমরা তো আইসক্রিমের দোকান থেকে Bannana Split ও খেয়ে থাকি! তার চেয়ে এটা ভালো হবে মনে হয়।

-উৎপল ভট্টাচার্য

Community News

As the humid air of Chicago gets thick and heavy, and the sun so bright and hot, with the flowers in full bloom, local musical and food fests beckon us, we know that we are all enjoying our precious and treasured summer days here in the Chicagoland. And along with summer comes the sweet taste of success in graduating seniors, celebration of weddings and engagements and many other brilliant achievements. We want to extend our very best wishes and congratulations to all our community members for all their success, achievements and eventful "khobor".

Neil Chatterjee, son of Angshuman and Papri Chatterjee, graduated from Naperville North High School and will be pursuing studies in Bio-Engineering and Pre-Medicine at University of Illinois at Urbana-Champagne.

Dipika Chaudhuri, daughter of Sandeep and Rupali Chaudhuri, graduated from Fremd High School in Palatine and is going to study journalism at the University of Missouri at Columbia.

Monica Yang, daughter of Ming-Jen and Sunayna Yang, graduated from Wabaunsee Valley High School will be attending University of Illinois at Urbana-Champagne.

Varun Yeldandi, son of Vivek and Aparna Yeldandi, a National Merit scholar finalist will be flying off to the east to attend New York University.

Siddharth Biswas, son of Amitabha and Indrani Biswas, will be joining the University of Chicago.

Swaraj Banerjee, son of Prithviraj and Swati Banerjee, will be heading to sunny California to pursue his studies at University of Berkley.

If we inadvertently missed mentioning your name and achievements, we still wish you success and the very best in every way. Way to go!

Now behind every great student there is a great teacher. Here are some of our outstanding teachers. Abhijit Gupta, Professor of Mechanical Engineering at Northern Illinois University, was honored by his students with the "Teacher of the Year" award in a ceremony that celebrates and honors teachers for their deepest dedication and efforts to enhance and enrich their students. Abhijit Gupta was nominated and selected unanimously by all his students.

Anjali Bhattacharya, professor of Chemistry at College of Dupage, was also honored with

an award.

Anindita Mukherjee (our very own Tutu). Tutu, an ex-BAGC president, who recently moved to Texas with her family was named as one of 11 Women to Watch in 2007 by Advertising Age magazine. She has been recently promoted to Senior VP of Marketing, Innovation and Insights at Frito-Lay. While in Nice, France last month, she was interviewed by CNBC India which will be televised in India shortly. "I love the thrill of competition," says Tutu, AKA Ann Mukherjee, AKA 'Queen of Corn' at Frito-Lay. You make us so proud Tutu and we wish you ultimate success.

Biswarup Bhattacharjee, Manager, Sourcing and Materials, Cardwell Westinghouse has been promoted to Director of Sourcing and Purchasing, Freight Car Products Division at Wabtec Corp. Please join me in congratulating Biswarup as he takes on his new and important role as the lead in the sourcing and purchasing in the Freight Car Product Division.

Prithviraj Banerjee, Dean of College of Engineering at UIC, was named the Senior Vice President of Research of Hewlett Packard (HP) and Director of HP Labs Worldwide. Prithviraj and Swati Banerjee will be relocating to the Silicon Valley area this fall as Prithviraj begins his new role at HP. You will be missed by all your friends in the Chicago area but we are all overjoyed by your truly outstanding achievements.

We are happy to report some summer weddings. Konica, eldest daughter of Dr. Prodoyer and Sanjukta Mitra will wed Greg August 18th 2007. Their second daughter Rakhee Mitra, Konica's younger sister was recently engaged to Dan and the wedding is scheduled for July 19th of 2008.

Finally and most specially we report some news about our tiny members. Trina, daughter of Deba and Paromita Ghosh will celebrate her Annaprasan on July 21st as she gets a first taste of payesh at the auspicious rice eating ceremony.

Also Mou Mukherjee, daughter of Mishti and Rana Mukherjee will also celebrate her Annaprasan on July 8th with friends and family. This little angel had her first taste of the traditional payesh at the Bharat Sevashram on June 7th given to her by Swamiji. Our love and blessings are always with our precious little members.

Malini (Jhilli) Roy, daughter of Girin and Gouri Roy, got engaged this March to Solon from England and their wedding will take

place in Spring 2008.

I must end congratulating all the outstanding achievements by all our members and wishing each and every one our warmest and best wishes for any milestones reached, all victories big or small. May we always prosper and grow as a unified community.

-Anindita Sen

ছোটদের বাংলা ক্যাম্প

গরমের ছুটিতে BAGC একটি বাংলা ক্যাম্প - এর আয়োজন করেছে। সপ্তাহে একদিন (রবিবার) দুপুরের জন্য শ্যামার্গ পার্লিক লাইব্রেরিতে সবাই একত্র হয়। ক্যাম্প এ যে সব ছেলেমেয়েরা যোগদান করেছে, বয়স অন্যায়ী তাদের দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সাত বছরের কম যাদের বয়স, তারা একটি ক্লাসে, আর বাকিরা অন্য একটি ক্লাসে। বাংলা ভাষা শেখানোটাই মুখ্য উদ্দেশ্য, তাই অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে চলে নানারকমের আলোচনা যাতে বাংলা বলাটা কঢ়ি কাঁচাদের রপ্ত হয়। গৌণ উদ্দেশ্যটি হচ্ছে বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে এদের সবার পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তাই সব- কিছুর শেষে আছে গল্প, কবিতা আর ছড়া বলা। দিদিমনিও আছেন অনেকেই। সকলেরই উৎসাহ খুব। জিনিষপত্র যোগাড় করা, কি কি পড়ানো হবে তার তালিকা করা - এই সব শুরুর কাজগুলোতে খুব মাথা ঘায়িয়েছেন আমাদের বুলাদি আর বুড়ি (শর্মিষ্ঠা)। ছোট দের ক্লাসগুলি সঞ্চালনার দায় নিয়ে থাকছেন কবিতা বসু ও তাঁর সাথে লেখিকা স্বয়ং-মানে কুমকুম ঘোষ। সবকাজেই আগাগোড়া সাহায্য করে যাচ্ছেন সোমা সান্যাল। এখনও পর্যন্ত ক্লাস হয়েছে দুটি রবিবার। ছেলেমেয়েদের দেখে তো মনে হল খুবই ভালো লাগছে, অস্ততঃ পাঁচন খাবার মত মুখ তো একটাও দেখলাম না - বরং আহাদে আটখানা মুখই দেখলাম। মা বাবাদের উৎসাহও কম না। অনেকেই ওই সারাটা সময়ই ক্লাসে থেকে দিদিমনিদের সাহায্য করেন। আবার অনেকে ক্লাসের বাইরে ও নানা ভাবে সাহায্য করেন; আর সবার সাথে সাথে বিপুল উৎসাহে আমাদের প্রেসিডেন্ট মশাই শুভম তো আছেই। ও, সবচেয়ে ভালো ব্যাপারটাতো বলাই হলো না। ওই দু' ঘটার ঠিক মাঝখানে একটা চিকিরের ছুটি হয় পনেরো মিনিটের। বাচ্চারা পায় চিপস, জুস, কুকি ইত্যাদি আর বড়ো(দিদিমনিরা)-তাঁরাও পান বৈ কি?-তাঁরা পান - সিঙড়া আর চা। এর পর আর বাংলা স্কুল ভালো চলার ব্যপারে সন্দেহ কি? -কুমকুম ঘোষ



Different Strokes

A Plea from Mother Earth

I am the Earth! Listen closely My children, to what I have to tell you. Even though you, My children are part of Me, you are hurting Me. Pollution, through which you are killing your brothers and sisters, also hurts Me. Since you are part of Me, think of it as hurting yourselves. Now, My children, let me tell you some real stories that will make you understand better why this warning must be heeded.

Waves lap at the shore. Father Sun shows His complete splendor, lighting up the sky with rich colors. It is peaceful and tranquil. Cutting through the peace, a cruise liner's horn sounds. Seagulls fly away in fright. The reason for this is ancient. When I was younger, there was a primitive beast that made a very similar sound to that of a cruise ship horn. This beast was the most deadly predator of seagulls ever. With My help the seagulls adopted a fear to that sound. The beast was wiped out because it could not find food. Now, in a different form, the sound has returned. Seagulls are needlessly flying away from good hunting grounds because they are scared by the blaring sound of the horn. Even the fish get scared by the ship causing underwater turbulence. Even if the seagulls return quickly to the hunting area near the ship, the fish are already scattered away by the underwater turbulence caused by the ship. The noise pollution caused by the ship is troubling the ecosystem.

It's a hot summer day with scorching heat. Thirsty humans fill up every trash can with empty bottles of water. Now people have resorted to what they think is the only thing they can do - throwing the bottles into the water. They also throw batteries, diapers, film canisters and many other things. This litter suffocates and poisons wild life. The empty cans are often mistaken for small underwater caves by fish. I made underwater caves that are very important to ecosystem because they are good places for small fish to hide. Experienced hunters find underwater caves as good preying grounds. But when small fish wander into the containers containing toxic materials, they get poisoned. The larger fish eat the poisoned fish and in turn get eaten by their own predators. This continues up the food chain killing many animals including humans.

Now can you see the evil effects of pollution? Will you please stop polluting Me? You and other animals are completely dependent on My well being. Once I get back to my pristine form, I will be able to nurture and care for all My children properly. I will be able to caress you with pure air, shower you with cool clean water, give you the most fertile soil, soothe your senses with the calls of well-nourished wildlife, filling your heart with warm content.

Avik Laha



To My Parents - Ahona Mazumder

Somewhere, somehow I will always be there for you.

Somewhere deep down I mean it because you're always there for me too.

I thank you for everything and that is true.

And I learn everything I know from you.

I thank you for raising me,

And I love you with all my heart and forever to be.

You're always there and know what to do,

So now I have to give back to you.

I thank you for all you've done,

And it has been lots of fun.

From riding bikes to going on hikes,

Or planting flowers,

The fun always last for at least a couple of hours.

You've always been a big help to me,

And that's one thing to me you'll always be.

So once again, I thank you for all you've done,

And I can't wait for the rest to come.

Bengali Curator at the Art Institute of Chicago

Jay Xu, Pritzker Chairman of Asian and Ancient Art at the Art Institute of Chicago, has announced the appointment of Dr. Madhuvanti Ghose as the museum's first **Alsdorf Associate Curator of Indian, Southeast Asian, Himalayan, and Islamic Art, effective mid-February 2007**. Dr. Ghose—working along with Xu—will be responsible for the exhibition, collection, preservation, and research on the Art Institute's permanent collection of Indian, Himalayan, Southeast Asian, and Islamic art.



Ghose was educated in both India (her native country) and in London (where she has lived for nearly 20 years). She obtained her Ph.D. from the School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, in 2003 and was a lecturer there in South Asian Art and Archaeology. She was also a fellow at the Department of Eastern Art, Ashmolean Museum, Oxford University, where she carried out extensive research on the collection, which is soon be published in a catalogue. She is also one of the co-founders of the Circle of Inner Asian Art (CIAA), which promotes the art and culture of Central Asia worldwide, and served as its Chairperson and Honorary Secretary.

Thanks to the extraordinary generosity of Mrs. Marilyn Alsdorf and her passion for Asian art, the Art Institute has established—for the first time in its history—a full-time curatorial position to ensure that the museum will continue to have strong collections in the areas of Indian, Southeast Asian, Himalayan, and Islamic art. BAGC is especially proud of the fact that a fellow Bengali has been chosen for this prestigious position . Congratulations Dr.Madhuvanti Ghose.

Rupa Chaudhuri



XTTRIUM LABORATORIES, INC.

Bringing Quality Professional Products to Retail

Dyna-Hex²[®]

2% Chlorhexidine Gluconate

Antimicrobial Skin Cleanser

Founded in 1932, Xttrium is a leading supplier of antimicrobial to US Hospitals. Xttrium is the major supplier of FDA approved 2% and 4% Chlorhexidine Gluconate (CHG Solution), the most effective known antimicrobial for surgical scrubbing.

Dyna-Hex2 (2% Chlorhexidine Gluconate) has rapid and persistent action against a wide range of organisms. The combination of fast, broad spectrum action with long lasting persistence makes Dyna-Hex2 markedly different from other commonly used products.

Dyna-Hex2 advantages:

PERSISTENCE:

CHG chemically binds to the epithelial surfaces of the skin, thus creating a persistent and residual effect not seen in alcohol, iodine and other skin disinfectants.

EFFECTIVENESS:

In the presence of blood:

CHG continues to be effective in the presence of organic substances, unlike iodine, which is inactivated under these conditions

BROAD SPECTRUM

CHG is effective against gram negative and gram positive bacteria as well as fungi and yeasts.

NON TOXIC:

It is well documented that there is negligible potential for absorption through intact skin. CHG is not intended for use in or around the eyes or ears. When used as directed, CHG is a very safe antimicrobial.

HIGH LOG¹⁰ REDUCTION:

CHG strongly interacts with the negatively charged bacterial cell, achieving an exceptionally high reduction in microbial counts on the skin.

FAST ACTING:

CHG acts quickly, a property that is critical for effective infection control.



For more information call:

800.587.3721

or visit us online at: www.xttrium.com



Bengali Association of Greater Chicago

1157 East Patten Drive, Palatine IL 60074

To:

BAGC Events Schedule for 2007

Children's Bengali Camp	17 th June – 19 th Aug	Schaumburg Library
Children's Day	21 st July	Cutting Hall
Independence Day Parade	18 th August	Devon Street
Outdoor Overnight Camp	11 th August	Indiana Dunes
Inter Community Sports	TBD	TBD
Mohaloya on Radio	TBD	On Radio channels TBA
Durga Puja	19 th – 21 st Oct	TBD
Kali Puja	10 th Nov	TBD

Venue

250 E. Wood Street, Palatine, IL 60067

Directions:

Take 53 to Northwest Hwy Exit
Turn West wards (right) on exit
Turn left at Palatine Road
Turn right on Oak Street
Turn left on Wood Street

Children's Day

Cutting Hall, Palatine,
21st July, 1:30 to 5:30 PM

Children's Performing Arts Show

Children's Fine Arts Exhibition

Snack Break

Children's Film

Contact: *Piyali Gangopadhyay (Youth Secretary),
Youth@bagc.net*

